তারিখ ... 21 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৫ ...

নকলে বাধা দেওয়ায় ৬ শিক্ষক লাঞ্ছিত

■ মুরাদনগর (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

মুরাদনগর উপজেলার সোনাকান্দা কামিল মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল করতে বাধা দেওয়ায় ৬ শিক্ষককে পরীক্ষা শেষে কেন্দ্রের বাইরে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। উপজেলা বাঙ্গরা বাজার থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাসেলুল কাদের বিষয়টি জানার পর দ্রুত দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্র সচিবকে কর্তব্য কাজে অবহেলার দায়ে প্রত্যাহার করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিমকে কেন্দ্র সচিব হিসেবে নিয়োগ করেন। ওই কেন্দ্রটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আদৌ সেখানে বাকি পরীক্ষাগুলো নেওয়া যাবে কি-না এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে উপজেলা প্রশাসন জানায়।

মুরাদনগর সোনাকান্দা কামিল মাদ্রাসা

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় সোমবার বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা ছিল। মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গরা বাজার থানার সোনাকান্দা কামিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে এ পরীক্ষায় নকল করতে বাধা দেওয়ায় বখাটে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শেষে কেন্দ্র হতে সামান্য দূরে প্রায় ৪০-৫০ জন লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তার মোড়ে ওতপেতে থাকে। শিক্ষকরা পরীক্ষা শেষে খাতা জমা দিয়ে সিএনজি অটোরিকশা করে বাড়ি ফেরার পথে অতর্কিতভাবে লাঠিসোটা দিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়। এ সময় বখাটেদের লাঠিপেটা ও কিলঘুষিতে কামাল্লা হাই স্কুলের ৬ জন শিক্ষক আহত হন। আহত শিক্ষকরা হলেন– এবিএম সামছুল হক, কামরুল হাসান, রবিউল আলম, সাইয়েদুল ইসলাম, আবু হানিফ ও রবিউল ইসলাম।

এ বিষয়ে সোনাকান্দা দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব ও খামারগ্রাম সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হারুন অর রশিদ জানান, কেন্দ্রের বাইরে শিক্ষকদের ওপর হামলা হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলার বাঙ্গরা বাজার থানার ওসি মনোয়ার হোসেন জানান, সোনাকান্দায় শিক্ষকদের ওপর হামলায় থানায় মামলা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে মুরাদনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ রাসেলুল কাদের বলেন, সোনাকান্দায় শিক্ষকদের ওপর হামলার পর কেন্দ্র সচিব হারুনুর রশিদকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ও নতুন কেন্দ্র সচিব হিসেবে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আবদুর রহিমকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বাঙ্গরা বাজার থানায় একটি মামলা হয়েছে।